COPY FOR OFFICE
NOT TO BE
TAKEN AWAY

মানবতা সবার জন্যেই

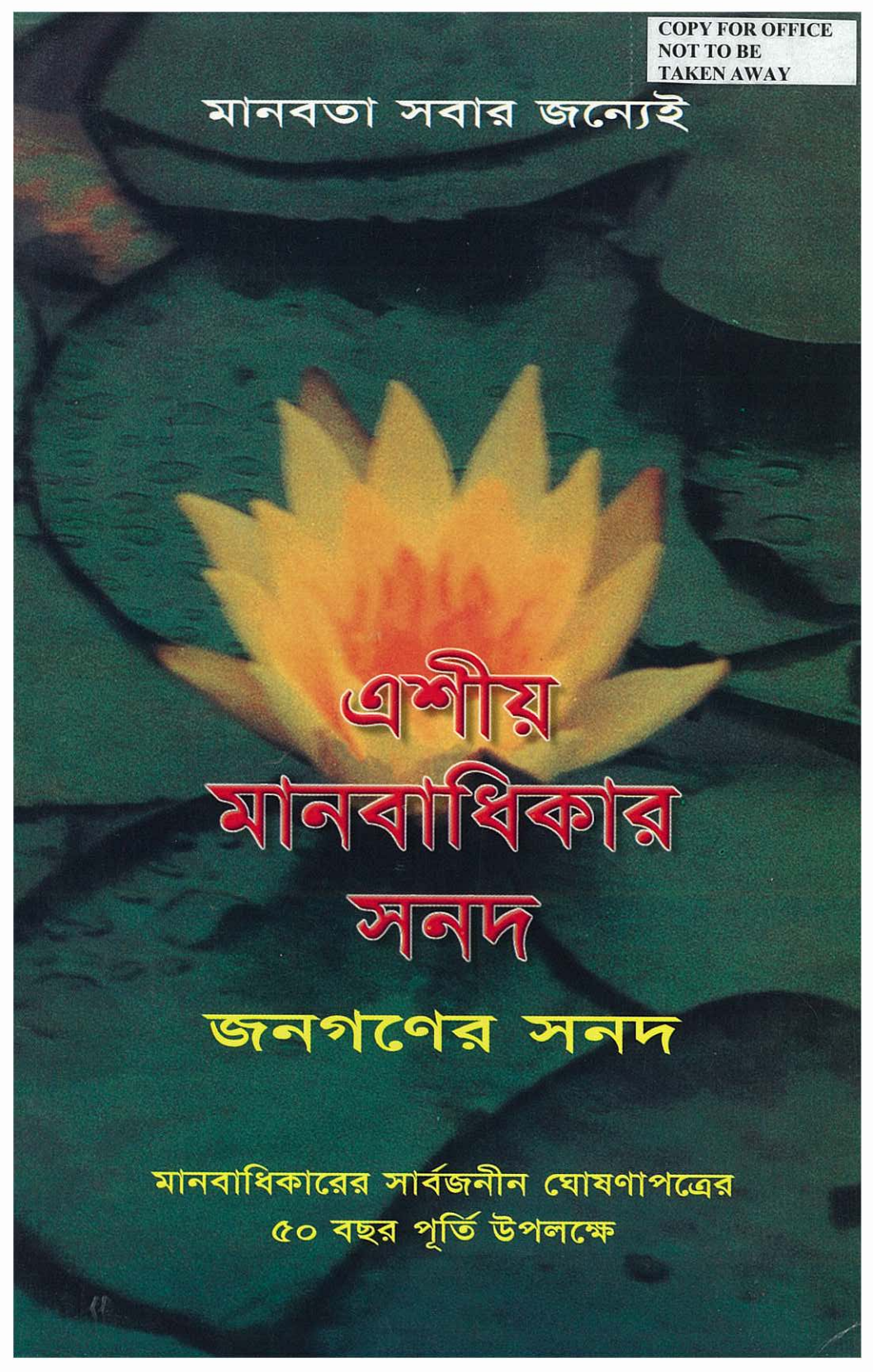

এশীয় মানবাধিকার সনদ

জনগণের সনদ

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের
৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে

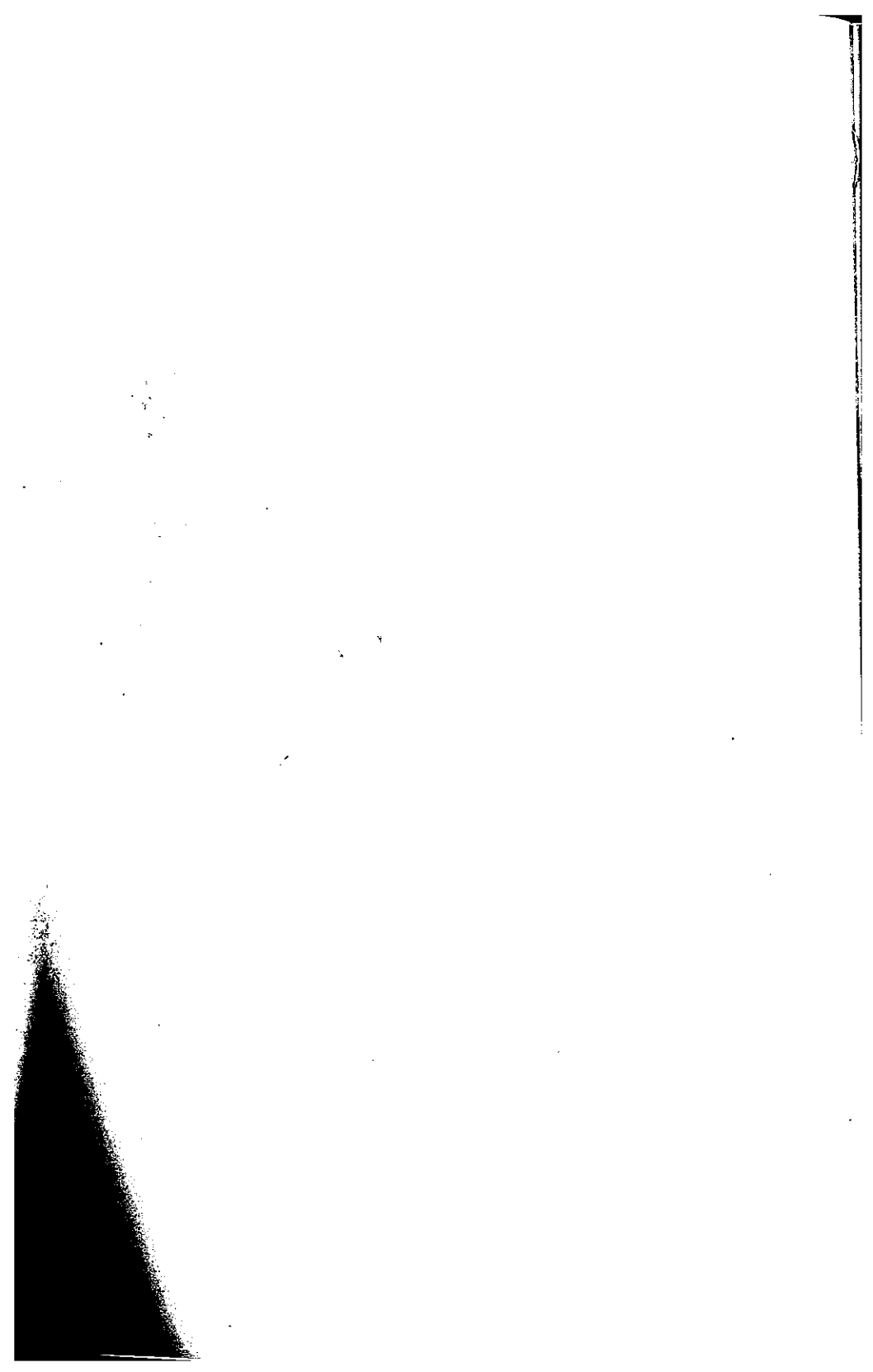

মানবতা সবার জন্যেই

এশীয় মানবাধিকার সনদ

জনগণের সনদ

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের
৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে

বাংলা সংস্করণ প্রকাশনায় ঃ

রোজলিন কস্তা
মানবাধিকার সমন্বয়কারী
হটলাইন বাংলাদেশ

বাংলা ভাষান্তরকরণ ঃ

প্রফেসর আব্দুল্লাহ্ আল্-আমীন
পরিচালক, আনন্দ

প্রকাশকাল ঃ

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ খ্রীঃ

মুদ্রণে ঃ

সুপ্রকাশ প্রিন্টার্স
৩৯ নং নন্দলাল দত্ত লেন
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১৮-২২১১৫২

প্রাপ্তিস্থান ঃ

হটলাইন বাংলাদেশ
২, আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫২১৪৯
E-mail : hlbtimm@citechco.net

সূচীপত্র

মুখবন্ধ ৫

সনদের পটভূমিকা ৫

সাধারণ নীতিমালা ১০

অধিকারসমূহের সার্বজনীনতা ও অবিভাজ্যতা ১০

মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব ১২

স্থায়ী উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ১৪

অধিকারসমূহ ১৫

জীবন ধারণের অধিকার ১৫

শান্তির অধিকার ১৭

গণতান্ত্রিক অধিকার ২০

সাংস্কৃতিক পরিচিতির অধিকার ও বিবেকের স্বাধীনতা ২১

উন্নয়ন ও সামাজিক সুবিচারের অধিকার ২৩

বিপন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার ২৩

মহিলা ২৪

শিশু ২৬
ভিন্নার্থে যোগ্য ব্যক্তিবর্গ ২৮
শ্রমিক সমাজ ২৯
শিক্ষার্থী সম্প্রদায় ৩০
কয়েদী ও রাজবন্দী ৩০
অধিকার সমূহের আশু বাস্তবায়ন ৩১
বাস্তবায়ন পদ্ধতি বা প্রণালীসমূহ ৩২
অধিকারসমূহের কাঠামো দৃঢ়ীকরণ ৩৪
অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের কার্যকরী ব্যবস্থা বা পদ্ধতি ৩৫
অধিকার সংরক্ষণে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩৮

এশিয়ার মানবাধিকার সনদ

মুখবন্ধ ঃ

দীর্ঘদিন ধরে, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক কাল থেকে এশিয়ার জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। এখনো এশিয়াবাসীদের একটি বিরাট অংশ শোষিত ও নিপীড়িত হচ্ছে এবং আমাদের জনগণ ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতার শিকার হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। এখানকার মানুষ এখন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করছে যে, কেবল সকল গোত্রের ও সকল স্তরের মানুষের সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হওয়ার মাধ্যমেই শান্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এশিয়াবাসীগণ নিজেরাই নিজেদের শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধানে আজ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। অধিকার আদায় ও সংগ্রামের মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে তারা এ সংকল্প বাস্তবায়ন করতে চায়। আগামী প্রজন্মের জন্য তারা শান্তি ও ন্যায়ের দ্বারা মানবাধিকার ও স্বাধীনতা বাস্তবায়ন করতে চায়। এশিয়ার জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্খা পূরণের এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং শান্তি ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জীবন যাপন করার সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে এই সনদ গৃহীত হয়েছে।

সনদের পটভূমিকা ঃ

১.১ এশিয়াবাসীর অধিকার আদায় ও মুক্তি সংগ্রামের পিছনে রয়েছে একটি

সুদূর প্রসারী ঐতিহাসিক পটভূমি। একটি সুশীতল সমাজ (Civil Society) গঠনের লক্ষ্যে তাদেরকে সংগ্রাম করতে হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির রাজনৈতিক অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তী পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা তা পুনরুদ্ধারের জন্যে। অতীতের সকল অঙ্গীকার ও প্রচেষ্টার চেয়ে বর্তমানে এই অধিকারগুলোকে পাওয়ার জন্য আরো সোচ্চার হওয়া বেশী প্রয়োজন। এশিয়া এখন একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল সময় অতিক্রম করছে এবং এর ফলে সামাজিক অবকাঠামো, রাজনৈতিক সংগঠনাদি এবং অর্থনীতি প্রভাবিত হচ্ছে। ঐতিহ্যগত মূল্যবোধগুলো এখন নতুন আদলে উন্নয়ন ও প্রযুক্তির হুমকিতে প্রকম্পিত। তার সাথে রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারা এবং অর্থনৈতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, যারা এসব পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।

১.২ বিশেষভাবে বলতে গেলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো বাজারমুখীকরণ ও আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজের অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এবং ফলে দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত (disadvantaged) মানুষের অবস্থানও হচ্ছে অধিকতর নাজুক। এইসব পরিবর্তন জীবনের অনেক মূল্যবান বৈশিষ্ট্যাদির মধ্যে পরিবর্তন আনে এবং ফলশ্রুতিতে ঘটে প্রযুক্তির প্রভাবে মানবিক কোমল বৃত্তি সমূহের অবসান, মনোযোগ নিবদ্ধ হয় বাজারভিত্তিক কর্মকাণ্ডের দিকে। আর এর অবধারিত ফলাফল হয় যৌথ অধিকারের অবক্ষয় ও জনসংহতির বিনাশ। বাংলাদেশের আশীর্বাদিত মানুষ ক্রমাগত তাদের জীবন ও পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। এমনকি কিছু কিছু মানবগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যবাহী বসতি এবং ভিটে বাড়ী থেকে নিজেদের অপসারণের বিরুদ্ধেও কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হচ্ছে। শ্রমিকদের ওপর চলছে নির্যাতনের ও শোষণের গুরুভার, এমনকি তাদের অবদানের জন্য নূন্যতম শ্রম-আইন ও ন্যায্য অধিকার পর্যন্ত দেবার

ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে না। বেঁচে থাকার জন্যে নূন্যতম মজুরি লাভের সুযোগ থেকেও শ্রমজীবীরা বঞ্চিত হয়। তাছাড়া নিম্নমানের পরিবেশ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা এদের সার্বক্ষণিক ঝুঁকি ও বিপদাপন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য করছে। শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য অধিকার ও শ্রম আইন কদাচিৎ তাদের স্বার্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

১.৩ এশিয়ার উন্নয়ন নানা বৈপরিত্যে ভরপুর। এই বিশাল জনসমুদ্রের কিছু শ্রেণীর মানুষের মধ্যে উন্নয়নমুখী সমৃদ্ধি ঘটলেও জনসমুদ্রের বিশাল অংশে বিরাজ করছে ব্যাপক ও গভীর মূলীভূত দারিদ্র। আমাদের জনগণের একটি বিরাট অংশের জীবনের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষার অবস্থা ভয়াবহ এবং ফলে তাদের অজ্ঞতার সুযোগে তাদের মানবিক মর্যাদাকেও অস্বীকার করা হচ্ছে। একই সময়ে পাশাপাশি মূল্যবান সম্পদসমূহকে নষ্ট করা হচ্ছে সমরসজ্জায় এবং বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্রতম অঞ্চল হলেও অন্যান্য সকল অঞ্চলের তুলনায় এশিয়া সবচাইতে অধিক সমরাস্ত্র খরিদকারী অঞ্চল হিসেবেই চিহ্নিত। আমাদের সরকারগুলো দাবী করছে যে, তারা উন্নয়নের এমন সব ধারা অনুসরণ করে চলছে যা উৎপাদনের মাত্রাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে চরম দায়িত্বহীনতার কবলে নিষ্পেষিত করা হচ্ছে। পরিবেশের এমন অবনতি ঘটছে যে, আমাদের জীবনযাত্রার মানের অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে যারা স্বচ্ছল তারাও এই ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। দরিদ্র ও ধ্বসে যাওয়া মানুষগুলোর প্রয়োজনীয়তার চাইতে গল্‌ফ খেলার বিস্তৃত ময়দান গড়ে তোলা আজ সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

১.৪ বিগত কয়েক শতক ধরে এশিয়াবাসীগণ বিভিন্ন ধরনের সংঘর্ষ এবং সহিংসতার শিকার। এগুলো সৃষ্টি হয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদ (ultra-nationalism), বিকৃত আদর্শবাদিতা (perverted ideolo-

gies), আদিবাসী ও উপজাতীয়দের প্রতি বৈষম্যকরণ (ethnic difference) এবং সকল ধর্মের মৌলবাদিতার কারণে রাষ্ট্র বা সুশীল সমাজের একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে উৎপীড়ন বা সহিংসতার মধ্য দিয়ে। বেশীর ভাগ জনসাধারণের নেই নিজেকে রক্ষা করার, নিজের সম্পদ কিংবা তাদের সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানের সামান্য সুযোগ। সংঘবদ্ধ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগুলো তাই ব্যাপকহারে উচ্ছেদ ও স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং ফলে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের সংখ্যা।

১.৫ সরকারগুলো উদ্ধতভাবে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছে। তারা আইন তৈরী করে গণঅধিকার ও স্বাধীনতার দাবীগুলোকে অবদমন করে রাখছে। সেইসাথে বিদেশী সংস্থা ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর যোগসাজশে জাতীয় সম্পদাদি লুট হতে সহায়তা করছে। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এখন অনিয়ন্ত্রিত, সরকারী বা বেসরকারী ক্ষমতাধরদের কাজকর্মের নেই কোন দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা (accountability)। কর্তৃত্ববাদ (authoritarianism) এখন অনেক রাষ্ট্রেরই স্বীকৃত নীতিমালায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলে নাগরিকগণ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এসব পদ্ধতি বিদেশী চিন্তা-চেতনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গণধিক্কারে পরিণত হয়েছে। কারণ এশিয়ার ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় এসব অনুশাসন পদ্ধতি বেমানান। অপরপক্ষে নানা ধরনের কৃত্রিম তত্ত্বকে 'এশীয় মূল্যবোধ' (Asian Values) হিসেবে কার্যকরী করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, যা পক্ষান্তরে ছদ্মবেশে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশলগত প্রচারণা হিসেবেই ধরা যেতে পারে। আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ অঞ্চলগুলোর মত এশিয়াও একটি প্রধান অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য বা স্বীকৃত সনদ নেই। এই অঞ্চলের জনগণের মুক্তি ও অধিকার সংরক্ষণের নেই কোন আঞ্চলিক ব্যবস্থা।

১.৬ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে মানবাধিকার বিরোধী আইন-কানুন বা মানবাধিকার অবমাননাকারী নিয়ম-নীতি এবং এ সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় অবজ্ঞার বিষয়টি উত্তরোত্তর এসব রাষ্ট্রের জনগণ অধুনা বুঝতে পারছে এবং তাদের মধ্যে অধিকার ও স্বাধীনতা আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য চেতনারও উদয় ঘটছে। এখন তারা বুঝতে পারছে তাদের দরিদ্রতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতার মধ্যে সম্পর্ক কি এবং এখন তাদের ধারণাও স্পষ্ট হচ্ছে – প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার ও স্বাধীনতা না পাওয়ার আসল কারণই বা কি। এখন তারা বিশ্বাস করে যে, মানবাধিকারের চিন্তা-চেতনা ও প্রকৃত স্বাধীনতার অবকাঠামোর মধ্যেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি এবং পদ্ধতিসমূহ কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতা নিহিত রয়েছে একটি সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায্যতা বা অর্থনীতির সুষম বন্টন, রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ, পারস্পরিক জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক শান্তি নিশ্চিত করার মধ্যেই। এখন সামাজিক বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন জনগণের সার্বিক মুক্তি এবং অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে সংগ্রামের পথকে নির্দেশ দিচ্ছে।

১.৭ কোনরকম ভাবালুতা বা বিমূর্ত (abstract) আদর্শের বশবর্তী হয়ে অধিকার আদায়ের এই দায়িত্বের প্রতি আমাদের আত্মনিবেদন নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন আসলে একটি ন্যায়পরায়ন, মানবতাবোধ সম্পন্ন এবং সংবেদনশীল সমাজের ভিত্তি স্থাপনে প্রধান সহায়ক। মানবাধিকার স্বীকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এজন্য যে, সহজাতভাবেই মানুষ হিসেবে আমরা সবাই সমান এবং আমাদের সবারই রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের সম অধিকার। এটি নির্ভর করছে আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে নীতি নির্ধারণে ও তা বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারের

উপর। এই অধিকার আমাদের সার্বিক উন্নয়ন করতে, আমাদের আপন সংস্কৃতির উন্নয়ন করে তা উপভোগ করতে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনাগুলোকে প্রকাশ করতে সহায়তা করবে। এই অধিকার জীবনের বৈচিত্রময়তাকেও সম্মান জানাবে। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মের মানুষের জন্যে আবশ্যিক করণীয় কাজগুলো করতে পারব, কারণ এই পরিবর্তিত পরিবেশই হবে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। আমাদের এই প্রচেষ্টা এমন একটি পরিমাপের মান বা ভিত্তি তৈরী করবে যার সাহায্যে আমরা আমাদের বিভিন্ন সংস্থার ও নীতিমালার উপযোগিতা (worth) ও বৈধতার (legistimacy) মূল্যমান নির্ধারণ করতে পারবো।

সাধারণ নীতিমালা ঃ

২.১ নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান ও এর সাধারণ অধিকার সংরক্ষণের নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ পদ্ধতিসমূহ প্রণয়নের জন্য বিশেষ নীতিমালা অবলম্বন করা যেতে পারে। এই নীতিমালাগুলো গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলে অধিকারগুলো পূর্ণরূপে ভোগ করা যায়। নিম্নে আলোচিত নীতিমালাগুলো জনসাধারণের জন্যে প্রণীত নীতিমালার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিস্তৃত কাঠামোর দিকদর্শন ও নির্দেশনা দেবে এবং আমাদের বিশ্বাস, গণঅধিকার প্রতিষ্ঠায় এগুলো সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

অধিকারসমূহের সার্বজনীনতা ও অবিভাজ্যতা ঃ

২.২ আমরা সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র; আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি; আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধীয় চুক্তি এবং অন্যান্য অধিকারাদি ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের সমুদয় আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ সমর্থন করি। আমরা বিশ্বাস করি, সকল অধিকার সার্বজনীন এবং প্রতিটি ব্যক্তি কেবলমাত্র মানব সমাজে মানুষ

হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সুবাদের এই অধিকারসমূহ ভোগ করার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। একটি সমাজে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভাবিত ও সহায়কের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অধিকারের সার্বজনীনতাকে অর্থাৎ নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের যে যোগাযোগ অথবা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সহজাত (inherent) মর্যাদাকে খাটো করে দেখে না। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, অধিকার এবং স্বাধীনতা আসলে অবিভাজ্য এবং এটি ধরে নেওয়া মূলতঃ একটি ভ্রমাত্মক ধারণা (fallacy) যে কিছু কিছু অধিকার দিতে গিয়ে বিশেষ ধরনের অন্য কোন অধিকারকে অস্বীকার করা কিংবা অবদমিত করা যায়। প্রজাতি হিসেবে মানুষের কিছু সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক চাহিদা রয়েছে। তাদের আশা-আকাঙ্খাকে খণ্ডিত বা ভগ্নাংশ কিংবা কোঠাবদ্ধ (compartmentalised) করা যায় না, কারণ এসব চাহিদা পারস্পরিক নির্ভরশীল। অর্থকরী সম্পদের ব্যবহারিক অধিকারের মাধ্যমে ফল ভোগ না করতে পারলে নাগরিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সমূহের মূল্য খুব কমই থাকবে। ঠিক তেমনিভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া জাগতিক সম্পদের সন্ধান বা অর্জন করা উত্তরণের সুযোগ লাভ বা কারো নিজ চিন্তা প্রকাশের কোন পথ নেই। এর অভাবে যেকোন মত বা ভাব বিনিময়ের সুযোগ কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরও কোন সুফল বয়ে আনে না।

২.৩ অধিকারসমূহের সার্বজনীনতা ও অবিভাজ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই অধিকারগুলো ভোগের ব্যাপারে প্রধানতঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের উপর নির্ভরশীল হয়েই তা ভোগ করতে হবে। অধিকারসমূহ কোন বিমূর্ত (abstractions) বিষয় নয়, কিন্তু মূলত এগুলো কর্মবাস্তবায়ন ও নীতি নির্ধারণের ভিত্তি। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে অধিকারের বিমূর্ত সব সূত্র থেকে বাস্তবনির্ভর

মূর্ত প্রয়োজনের সহায়তার জন্যে এবং এসব করতে হবে এশিয়ার প্রেক্ষিতে। এক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চনার অবস্থাগুলো পরীক্ষা করতে হবে; মানুষের অধিকারের বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে এবং বিভিন্ন বঞ্চিত গোষ্ঠীর প্রয়োজনের কথা মনে রাখতে হবে। এশিয়ার নিজস্ব অবস্থাদির কথা বিবেচনায় রেখে অধিকার সমূহের বাস্তবায়ন করতে হবে এবং একমাত্র তখনই এই অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভোগ করা সম্ভব হবে। কেবলমাত্র এই পথ অনুসরণ করেই এশিয়া বিশ্বজোড়া মানবাধিকার সংরক্ষণের সংগ্রামে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

২.৪ দারিদ্রের প্রকট বিস্তৃতি এমনকি সেইসব দেশসমূহেও যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পেরেছে, সর্বত্রই মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি প্রধান কারণ। দরিদ্রাবস্থা ব্যক্তি, পরিবার তথা গোটা সমাজকে অধিকার বঞ্চিত করে এবং পতিতাবৃত্তি, শিশুশ্রম, দাসত্ব, মানব দেহাঙ্গ বিক্রি, এমনকি অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ বানিয়ে মানুষকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের দিকে ঠেলে দেয়। দারিদ্রের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ সুষ্ঠু জীবন যাপন অসম্ভব। এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহকে এই কারণেই তাদের উন্নয়নের নীতিমালাগুলোকে দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করতে হবে এবং তা করতে হবে উন্নয়নের এমন একটি প্রকৃতির মাধ্যমে যা হবে ন্যায়নির্ভর ও পক্ষপাতশূন্য।

মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব ঃ

২.৫ স্বদেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় সম্প্রদায়েরই মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে। আন্তর্জাতিক সমাজ মানবাধিকার পরিচালনা ও অনুশীলনের দায়িত্বে নিয়োজিত আদর্শসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করছে। এশিয়ার জনগণও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত অধিকার সংরক্ষণের নীতিমালাসমূহ সমর্থন করে। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে আন্তর্জাতিক আইন (Norms) এড়িয়ে যাওয়া যাবে না বা

আন্তর্জাতিক সংস্থাকে অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যানও করা যাবে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দাবী তখনই যুক্তিসঙ্গত হবে যখন কোন রাষ্ট্র তার নাগরিকদের অধিকারসমূহ সামগ্রিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারে।

২.৬ অপরপক্ষে, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পাবার সুযোগে নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্রের সংশোধনার্থে বা শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না বা কোন বিশেষ অধিকারকে অন্যান্য অধিকারের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু কিছু মৌলিক কারণও আবার নিহিত রয়েছে পক্ষপাতপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনৈতিক বিন্যাসের (order) ক্ষেত্রে। এই কারণেই সারা বিশ্বে মানবাধিকার উপভোগ করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলো বিশ্ব ব্যবস্থার আমূল রূপান্তরণ ও গণতন্ত্রায়ন। অধিকারের বিশ্বজনীনতা ও সমতার যুক্তি কার্যকরী করার দায়িত্ব হলো আন্তর্জাতিক মানব সম্প্রদায়ের এবং তারাই বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে। এই দায়িত্ব পালনের ফলশ্রুতিতে তখন সমগ্র বিশ্বের সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা বিতরণের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতা নিশ্চিতকরণের নৈতিক দায়িত্বও বর্তাবে তাদেরই উপর।

২.৭ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রসমূহের হাতেই ন্যস্ত। রাষ্ট্রসমূহের তথা জনসাধারণের ন্যায্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিশ্বজনীনতার প্রক্রিয়ায় (Global Processes) কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করা যাবে না। রাষ্ট্রসমূহকে অবশ্যই মুক্ত রাজনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, য়ার মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের বা গোষ্ঠীর অধিকারের মূল্য ও স্বীকৃতি দিতে হবে এবং যাতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধিত হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন দেশের একটি গণতান্ত্রিক এবং জবাবদিহিমূলক সরকার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের চাবিকাঠি।

২.৮ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করার জন্যে যে যোগ্যতা ও সামর্থ্য আন্তর্জাতিক সমাজ বা কোন রাষ্ট্রের থাকা প্রয়োজন তা বিশ্বায়ন (Globalisation) প্রক্রিয়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি নির্ধারণ এবং কর্মকাণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাষ্ট্রসমূহের হাত থেকে বাড়তি হারে ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহের (Corporations) হাতে চলে গেছে। এখন রাষ্ট্রসমূহ কেবল জামিনদার বা প্রতিভূ হিসেবে অর্থলগ্নি এবং অন্যান্য সংস্থার নির্দেশে সীমিত এবং স্বল্পমেয়াদী অর্থনৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করে চলেছে। আর এর ফলে বহু সাধারণ মানুষ এই ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। অপরদিকে গুটিকতক ভাগ্যবান তাদের সম্পদ বাড়িয়েই চলেছে। বাণিজ্য সংস্থাগুলো অসংখ্য অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে দায়ী; বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষ, নারী এবং আদিবাসীরাই এদের প্রধান শিকার। এই কারণেই অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কারণ এরাই ব্যবসায়ীদের সংস্থাগুলোকে অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে।

স্থায়ী উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

২.৯ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থায়িত্ব থাকতেই হবে। বিশ্ব পরিবেশকে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর অর্থলোভ এবং বিধ্বংসী কার্যকলাপের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। কেবলমাত্র দেশের মোট উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ ও জাতীয় আয়ের মোট মূল্য (Gross National Product) বৃদ্ধির স্বার্থেই গণজীবনের মানহ্রাস করা যাবে না। প্রকৌশলসমূহকে অবশ্যই স্বাধীনতার সহায়ক হতে হবে, কিন্তু তা যেন মানবজাতিকে দাসে রূপান্তরিত না করে। প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে আবশ্যিকভাবে এমন বিবেচনায় ব্যবহার করতে হবে যাতে আমাদের উত্তরসূরীদের অধিকার বিঘ্নিত না হয়। আমরা কখনো যেন ভুলে না যাই যে, আমরা এই প্রাকৃতিক সম্পদের অস্থায়ী

তত্ত্বাবধানকারী মাত্র। এ কথাটিও যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, এসব সম্পদের মালিক সমগ্র মানবজাতি। কেবল এই কারণেই এসব প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে আমাদের সবারই রয়েছে যৌথ দায়িত্ব।

অধিকারসমূহ ঃ

৩.১ আন্তর্জাতিক সনদসমূহে উল্লেখিত সকল অধিকারসমূহ আমরা সমর্থন করি। এখানে সেগুলোর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। আমরা বিশ্বাস করি, অধিকারসমূহকে সামগ্রিকতার নিরিখে (Holistic manner) দেখতে হবে এবং ব্যক্তিগত অধিকারগুলোর বাস্তবায়ন সর্বোত্তমভাবে কার্যকরী করা যায় তখনই যখন এগুলোর সাধারণ ধর্ম ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থে অনুধাবন করা যায়। এই ব্যাপকার্থে দেখার মধ্যেই নিম্নবর্ণিত বিভাগগুলোর ভিত্তি নির্ভর করে।

জীবন ধারণের অধিকার ঃ

৩.২ সমস্ত অধিকারের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো জীবন ধারণের অধিকার এবং এই অধিকার থেকেই উৎসারিত হয় অন্যান্য অধিকারসমূহ এবং স্বাধীনতা। জীবনধারণের অধিকার কেবলমাত্র দৈহিক বা পাশব অস্তিত্বের (Physical or animal existence) মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এই অধিকার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং এমনকি এসবের কর্মক্ষমতা ও মৌলিক মানসিক শক্তির (Faculty) মধ্যেও বিস্তৃত। এগুলোর মাধ্যমেই জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে, জীবনকে উপভোগ করা যায়। এগুলোই মৌলিক মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকারের সূচনা করে, এনে দেয় জীবিকার অধিকার, নিশ্চিত করে স্বাভাবিক আবাস (habital) অথবা বসবাসের গৃহ, শিক্ষার অধিকার, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের

অধিকার। কারণ এসব ছাড়া জীবনে কোন বাস্তব বা কার্যকরী অনুশীলন সম্ভব নয় অর্থাৎ এক কথায় এসব মৌলিক বিষয় ছাড়া জীবন ধারণের অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। এরই সাথে রাষ্ট্রকে শিশুমৃত্যু রোধ, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, মহামারী রোধ এবং দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য করণীয় সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা হাতে নিতে হবে। সেসাথে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে মানুষের গড় আয়ু বাড়ানোর ক্ষেত্রে যথাযোগ্য ভূমিকা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করার কাজটিও রাষ্ট্রকেই করতে হবে।

৩.৩ এ যাবৎ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ, জাতিগত সংঘর্ষ (ethnic conflicts), সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিপীড়ন, রাজনৈতিক দুর্নীতি, পরিবেশগত দূষণ, অন্তর্ধান, নারী ও শিশু পাচার, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন এবং অন্যান্য দলবদ্ধ আক্রমণ মানবজাতির জন্যে এক দুঃসহ আর্তনাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এসব অত্যাচার ও সংঘর্ষ সহস্র নিরাপরাধ মানুষের জীবনাবসান ঘটাচ্ছে।

৩.৪ বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করণের জন্যে যুদ্ধের প্রচারণা বা আদিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বা ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে ঘৃণা বা হিংসা বিস্তারে সহায়ক কোন উত্তেজনা সৃষ্টিকারক প্রচারাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

৩.৫ অত্যাচারের ঘটনাসমূহ, পাচারের বিষয়াদি, নিরাপত্তা বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন কারো মৃত্যুর ঘটনাসমূহ, বলাৎকার ও যৌন ব্যভিচারসমূহের সুষ্ঠু তদন্ত এবং অপরাধীদের যথাযোগ্য শাস্তি বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

৩.৬ বেঁচে থাকার অধিকারকে কোন অবস্থাতেই স্বেচ্ছাচারের মাধ্যমে দমন করা যাবে না। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র কেবল প্রতিরোধের ব্যবস্থাই করবে না, অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের শাস্তির বিধানও সুনির্দিষ্ট করবে। সেসাথে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে হত্যা এবং গুম করার মতো যথেচ্ছাচারকে প্রতিরোধ করবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অনুসারে বা সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে কোন্ কোন্ অবস্থাতে একজন ব্যক্তি তার বেঁচে থাকার অধিকার হারাতে পারে তার পরিধি নির্ধারণ করবে আইন এবং এই সীমা যাতে লঙ্ঘিত না হয় তা কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৩.৭ সকল রাষ্ট্রকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করতে হবে। এই দণ্ড যেখানে প্রচলিত সেখানে কেবলমাত্র মারাত্মক ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে কদাচিৎ বা বিরলভাবে এর প্রয়োগ করা যেতে পারে। মৃত্যুদণ্ড দানের মাধ্যমে বেঁচে থাকার অধিকার ক্ষুণ্ন করার আগে কোন ব্যক্তি যাতে স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন আদালতে ন্যায্য বিচার লাভ করে তা নিশ্চিত করতে হবে। দেখতে হবে অভিযুক্ত ব্যক্তি যেন তার পক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে তার পছন্দ মত আইনজ্ঞ প্রতিনিধি, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজনীয় সময় এবং রায় পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনে উচ্চতর আদালতে আপিলের অধিকার লাভ করে।

শান্তির অধিকার ঃ

৪.১ সকল ব্যক্তির শান্তিতে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কেননা এর ফলে তারা যেন কোন রকম হিংস্রতা বা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু না হয়ে তাদের শারীরিক, মেধাগত, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সামর্থ্য এবং যোগ্যতাকে (capacities) উন্নয়নের দিকে অগ্রসর করতে সক্ষম হয়। এশিয়ার জনগণ যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে বহু দুঃসহ কষ্ট বরণ করেছে এবং তাদের জীবনে বিষাদের অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। এসবের ফলে

বহু প্রাণহানী ও অঙ্গহানী ঘটেছে, ব্যক্তি জীবনে ঘটেছে অনেক আঘাত ও বেদনা, দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে মানুষ হয়েছে উদ্বাস্তু, বহু পরিবার ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং সার্বিকভাবে বলতে গেলে তাদের জীবনের জন্য অস্বীকার করা হয়েছে সভ্যতামণ্ডিত ও শান্তিপূর্ণ অস্তিত্বের সম্ভাবনাসমূহ। অনেক দেশেই যুগপৎভাবে রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজ ব্যাপক সামরিকীকরণ করেছে, ফলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়েছে সকল সাফল্য। রাষ্ট্রের বা বেসরকারী অস্ত্রধারীদের ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে নাগরিকদের নেই কোন আশ্রয় লাভের সুযোগ।

৪.২ আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে কঠোর সংযম অবলম্বন করা এবং এর প্রয়োগ হওয়া উচিত লোক হিতকর আইনসহ (Humanitarian Law) আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতিষ্ঠিত মান অনুযায়ী। সকল ধরনের রাষ্ট্রীয় সহিংসতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রতিটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর রয়েছে এবং সেসঙ্গে রয়েছে পুলিশ বা সশস্ত্রবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত অত্যাচার বা অনাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার।

৪.৩ জনসাধারণ যাতে রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগের মাধ্যমে শান্তিতে বসবাসের অধিকার লাভ করতে পারে তারজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয়, আইনানুগভাবে গঠিত যৌথ সংস্থাসমূহ (পৌরসভা, করপোরেশন) এবং সুশীল সমাজের সকল জনগণের প্রতি, বিশেষভাবে সম্ভাব্য ক্ষতির সম্মুখীন হবার মতো দুর্বল জনগণের নিরাপত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। জনসাধারণের জন্যে অবশ্যই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে যাতে তারা যে প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করে, সেখানে যেন তারা অত্যাচার, শোষণ ও সহিংসতার প্রভাব ছাড়াই তাদের

নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে এবং আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে। সমাজে জনগণের কাছে যা কিছু মূল্যবান সেসব সম্পদ তাদের কাছ থেকে হরণ বা হ্রাস করা চলবে না।

৪.৪ ফ্যাসিস্ট হস্তক্ষেপ, উপনিবেশবাদ, নব্য-উপনিবেশবাদ (neo-colonialism) ইত্যাদির মোকাবেলা করে এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ তাদের নাগরিকদের শান্তিতে বসবাস নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টির জন্যে যুদ্ধ করে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছে। এই যুদ্ধে তারা যুক্তিসঙ্গতভাবে জাতীয় সংহতি এবং নেতৃত্ব বা কর্তৃত্বদানে ইচ্ছুক রাষ্ট্রসমূহকে বহিরাগত ও অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত ও ঐসব বহিঃশত্রুদের বিরত থাকার বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তবে জাতীয় সংহতি বা বিদেশী আগ্রাসনের হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মিথ্যা ওজর বা খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে জনগণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শান্তিতে অবস্থান করার অধিকার খর্ব করা যাবে না। বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকর্ষণ করার জন্যে জনগণের অধিকার অবদমন করা চলবে না। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দেশের জনগণের ব্যক্তি নিরাপত্তার কথা অবগত না করানোর যুক্তি কোন রাষ্ট্রের থাকতে পারে না। কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে রাষ্ট্রসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারলেই জনগণের শান্তিতে বসবাস করার অধিকার নিরাপদ করা যায়।

৪.৫ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসমূহ এশিয়ার অভ্যন্তরে যুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে গভীরভাবে। বিদেশী রাষ্ট্রগুলো এশিয়ার বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাদের প্রতিনিধি (surrogates) বানিয়ে যুদ্ধ বাঁধানোর ক্ষেত্র তৈরী করেছে এবং সশস্ত্র দল ও সরকারকে অভ্যন্তরীণ কলহ দমনে ব্যস্ত রাখছে। তারা এসব দেশে যুদ্ধোপকরণ বিক্রির মাধ্যমে লুটছে প্রচুর মুনাফা। সমরাস্ত্রের জন্যে বেশুমার ব্যয় দেশের উন্নয়ন কর্মসূচী এবং জনকল্যাণের খাতে নির্ধারিত রাজস্বকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করাচ্ছে। সামরিক ঘাঁটিগুলো এবং

অন্যান্য সংস্থাগুলো (প্রায়ই বিদেশী ক্ষমতাধরদের) আশেপাশে বসবাসরত জনসমাজের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গণতান্ত্রিক অধিকার ঃ

৫.১ উপনিবেশবাদ ও অন্যান্য আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া এশিয়ার রাজনৈতিক প্রকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার ঐতিহ্যানুসারী রীতিনীতি এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে জনসাধারণের অংশগ্রহণ, এমনকি সরকারের সঙ্গে নাগরিকদের যে সম্পর্ক তার মধ্যেও মৌল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। নাগরিকগণ হয়ে গেছে প্রজা; অপরদিকে সরকার হয়ে উঠেছে ব্যাপক এবং আরো ক্ষমতাধর। স্বাধীনতা লাভের পরেও ঔপনিবেশিক আইনসমূহ, কর্তৃত্বপূর্ণ রীতি বা আচরণ এবং প্রশাসনিক প্রথাসমূহ এখনো চালু রয়েছে। রাষ্ট্র দুর্নীতির উৎসে পরিণত হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে জনগণ হচ্ছে অত্যাচারিত। রাষ্ট্রের গণতন্ত্রায়ন এবং মানবিকীকরণের (humanization) পূর্ব শর্ত হলো নাগরিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ।

৫.২ যে রাষ্ট্র জনগণের উন্নয়ন ও মঙ্গল সাধনকে প্রাথমিক দায়িত্ব বলে দাবী করে, সে রাষ্ট্রকে সদাশয় (humane) ও স্বচ্ছ হতে হবে এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ফলশ্রুতিতেই সহনশীলতা ও বহুত্ববাদ (pluralistic system) স্বীকৃত হয়। এই অবস্থা বিরাজমান থাকলে জনগণ তাদের মতামতকে অবাধে প্রকাশ করতে পারে এবং অন্যান্যদেরকেও স্বমতে সামিল করার চেষ্টা চালাতে পারে। এই অবস্থা বিরাজ করলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারকেও সম্মান দেখানো যায়। নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণকে আবশ্যিকভাবে সর্বসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ

প্রক্রিয়াসমূহকে জাতিগত (racial), ধর্মগত বা লিঙ্গ বৈষম্য (Gender discrimination) মুক্ত হতে হবে।

সাংস্কৃতিক পরিচিতির অধিকার ও বিবেকের স্বাধীনতা ঃ

৬.১ জীবন ধারণের অধিকার কেবলমাত্র বৈষয়িক (material) নয়, বরং এটি নৈতিক শর্তসমূহের উপরও নির্ভরশীল, কারণ একজন ব্যক্তির অর্থপূর্ণ অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এগুলোর প্রয়োজন। জীবনের এই অর্থ কেউ এককভাবে নির্ধারণ করতে পারে না, কিন্তু পাশাপাশি বসবাসরত অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার মধ্য দিয়েই তা নির্ধারিত হয়। এশিয়ার ঐতিহ্যসমূহ এখন তার জনগণের মধ্যে প্রচলিত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। সাংস্কৃতিক সত্ত্বা ও বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি বা সমাজকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের চাপের মুখে টিকে থাকতে সহায়তা করে এবং পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনশীলতার মুহূর্তে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য জীবনকে বিশেষভাবে অর্থবহ করে তোলে। এগুলো গর্বের এবং নিরাপত্তার উৎস। এশিয়া তথা অন্যান্য স্থানেও অনেক নাজুক সম্প্রদায় (Vulnerable Communities) রয়েছে যাদের সাংস্কৃতিক অধিকার এখন হুমকির মুখে অথবা উপহাসের সামগ্রী হিসেবে অবমূল্যায়িত হচ্ছে। এশিয়ার জনগণ এবং সরকারসমূহকে তাদের বিবিধ ও বৈচিত্রপূর্ণ সম্প্রদায়ের জনগণের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

৬.২ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর একাধিকত্ব বা বহুত্ব মানবাধিকারের বিশ্বজনীনতা লাভের প্রতিকূল নয় বরং অজস্র সংস্কৃতির প্রকাশ মানবিক মহত্ত্বের বিজয়েরই প্রকাশক এবং বিশ্ব মানব সমাজের প্রথাসমূহকেই উন্নত করে। একই সাথে আমাদের এশিয়াবাসীদের, নিজেদের সাংস্কৃতিক

পরিমণ্ডল থেকে এমন সব বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে যেগুলো সর্বজনীন মানবাধিকারের মূল উপাদান বিরোধী। আমাদেরকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণাকে অতিক্রম করে প্রতিটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করতে হবে। এসব সাংস্কৃতিক বৈচিত্রতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের পারিবারিক স্বাতন্ত্র্যের নমুনা, যেখানে অন্তর্নিহিত রয়েছে নারী সমাজের মানবাধিকার এবং এগুলোর পুনরুদ্ধারই নারী সমাজের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধান করবে। সাহসিকতার সাথে আমাদের নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসকে নতুন করে ব্যাখ্যা দিয়ে নারী অধিকারের বিষয়গুলোকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যেগুলো আমাদের সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যকে (Gender inequality) দূরীভূত করবে।

আমাদের অবশ্যই গোষ্ঠীগত (Caste), জাতিগত উৎস (ethnic origins), পেশাগত, জন্মস্থানগত এবং অন্যান্য বৈষম্য সৃষ্টিকারী বিভেদগুলো পরিহার করতে হবে। অন্যদিকে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সমর্থনের মূল্যবোধগুলোকে আমাদের আপন আপন সাংস্কৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে বর্ধিত হারে সংযোজন করতে হবে। ব্যক্তিকে সমষ্টির অথবা শক্তিধরদের স্বার্থে ব্যবহার বা জলাঞ্জলি দেয়ার প্রচলিত রেওয়াজ এবং আচরণগুলোকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। এই পথ ধরেই আমাদের সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় সংহতিকে নবায়িত করতে হবে।

৬.৩ এশিয়াতে ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনা বিশেষভাবে মূল্যায়িত, কারণ অধিকাংশ এশিয়াবাসী আন্তরিকভাবে ধর্মপ্রাণ। দারিদ্র্য ও অত্যাচারের মাঝে ধর্ম এখানে প্রবোধ ও সান্ত্বনার উৎস। ধর্মের মাঝেই অনেকে তাদের প্রাথমিক পরিচিতি খুঁজে পায়। আবার ধর্মীয় মৌলবাদ এদের মধ্যে বিভেদ ও সংঘর্ষেরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নৈতিক চেতনাকে আঁকড়ে ধরে

শান্তি পাবার ও অন্যের বিবেকের অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন এবং এরই আওতায় পড়ে কারো ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার।

উন্নয়ন ও সামাজিক সুবিচারের অধিকার ঃ

৭.১ প্রতিটি ব্যক্তিরই জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার রয়েছে, সেসাথে রয়েছে শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার। সুস্থভাবে জীবন-যাপনের জন্যে আমাদের সবারই রয়েছে সাক্ষরতা ও জ্ঞান লাভের অধিকার, খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির অধিকার, বাসস্থান ও চিকিৎসা সুবিধা লাভের অধিকার। প্রতিটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী তথা গোটা মানব সম্প্রদায় বিশ্বের সমগ্র প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও বিশ্ব অর্থনীতির ক্রমোন্নতির অংশীদার।

৭.২ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন বলতে কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই বোঝায় না। একজন ব্যক্তির সামগ্রিক সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার নাম উন্নয়ন। এর ফলশ্রুতিতে লাভ করা যায় সুরুচিসম্পন্ন (artistic) স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা এবং এই অধিকারের আওতায় তারা তাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সামর্থ্যের উন্নতি সাধন করতে পারে। আসলে এসবের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সকল বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার। এসব অধিকার পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে যে, বাইরের কোন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, চাপ বা প্রভাব ছাড়াই প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মপন্থা নির্ধারণের অধিকার রাখে।

বিপন্ন (Vulnerable) সম্প্রদায়ের অধিকার ঃ

৮.১ অধিকারসমূহের উক্ত সাধারণ কাঠামোর মধ্যে এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহকে জনসাধারণের জন্যে স্পষ্ট কর্মপন্থা স্থির ও বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা

বিশ্বাস করি যে, এই প্রক্রিয়ায় আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে অনুকূল ও হিতকর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারব এবং এটা সামাজিক সুবিচারও নিশ্চিত করবে। তবে এমন কিছু জনগোষ্ঠী বা গোত্র রয়েছে যারা ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারণে দুর্বল ও বিপন্ন রয়ে গেছে এবং সেই কারণে সম ও কার্যকরী মানবাধিকার ভোগের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজন বিশেষ ধরনের আশ্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ। এই ধরনের বেশ কিছু জনগোষ্ঠীর অবস্থা নিয়ে আমরা আলোচনা করি এবং উপলব্ধি করি যে, আরও বেশ কিছু গোত্র রয়েছে যারা বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার। এদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা গৃহযুদ্ধ, সরকারী নীতিমালা বা অর্থকষ্টের ফলে তাদের আপন নিবাসচ্যুত হয়ে স্বদেশের অন্যত্র অথবা বিদেশে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের ব্যাপারে স্বল্প-সহিষ্ণু এবং এদের বেশীর ভাগ মৌলিক অধিকার থেকে প্রায়শই বঞ্চিত। আমাদের অনেক সমাজেই এখনো ছন্নছাড়া (gays) এবং সমকামীদের (lesbians) ব্যাপারে বিরুদ্ধ বা বিরূপ ধারণা পোষণ করে এবং তাদের স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে, এমনকি এসব লোকদের নানাভাবে দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে থাকে। কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়ের মত বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক গোষ্ঠী বঞ্চনার শিকার হয় এবং এরা মালিকপক্ষ ও অর্থলগ্নি সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পেশাচ্যুতির হুমকির মুখে সার্বক্ষণিক ভীতিতে কম্পমান। এসব জনগোষ্ঠী বিশেষ সহায়তা ও মনোযোগের দাবীদার। আমরা সকল রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের কাছে এদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দূরবস্থা নিরসনের কাজকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দানের আবেদন জানাই।

মহিলা ঃ

৯.১ এশিয়ার সমাজে প্রায় সর্বত্র মহিলারা বৈষম্য এবং অত্যাচার ভোগ করে। তাদের উপর এই অত্যাচারের কারণ ইতিহাস এবং সমকালীন সামাজিক

ও অর্থনৈতিক নিয়ম-নীতি উভয়ের মধ্যেই গভীরভাবে নিহিত।

৯.২ পিতৃতান্ত্রিকতার শেকড় এশিয়ার সমাজে প্রথাবদ্ধ এবং সুসংবদ্ধ, এর কাঠামো সকল প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-বিধান, মনমানসিকতা, সামাজিক চিন্তা-চেতনা, আদর্শ এবং প্রচলিত আইন ও প্রথা, ধর্ম ও মূল্যবোধসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বিরাজ করছে। পিতৃতান্ত্রিকতা শ্রেণী, সংস্কৃতি, জাতি ইত্যাদির সীমা অতিক্রম করে টিকে আছে। অত্যাচার বিভিন্ন আকারে প্রকারে রূপ নেয়। তবে যৌন দাসত্ব, পারিবারিক নির্যাতন, নারী পাচার ও ব্যবসা এবং ধর্ষণ – এই অত্যাচারগুলো সুস্পষ্ট। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য উভয় ক্ষেত্রেই মহিলারা বৈষম্যের শিকার। এশিয়ার বহু দেশে ও সমাজে সামরিকায়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় সশস্ত্র সংঘর্ষের অবস্থার প্রেক্ষিতে মহিলাদের বিরুদ্ধে চলছে নানাবিধ অত্যাচার ও নিপীড়ন। এর মধ্যে গণধর্ষণের সাথে যুক্ত হয়েছে বাধ্যতামূলক শ্রমদান, জাতিভেদে বৈষম্যমূলক আচরণ, অপহরণ এবং তাদের নিজ বাসভূমি থেকে স্থানান্তরকরণ। সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলারা সাধারণত সুবিচার, পুনর্বাসন সুবিধা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয় এবং এ কারণেই ধর্ষণকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করা জরুরী এবং এই অপরাধ মানবতা বিরোধী বলে গণ্য হওয়া উচিৎ।

৯.৩ মহিলাদের বিরুদ্ধে বিরাজমান বৈষম্যতার অবসানে এবং তাদের কাজ করার অধিকারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, দিতে হবে পেশা নির্বাচনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা, চাকুরীর নিরাপত্তা, সমান পারিশ্রমিক বা শ্রমের সমান মজুরী, পারিবারিক কাজ-কর্মের জন্যে ক্ষতিপূরণের অধিকার, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নিরাপদ কর্ম পরিবেশ লাভের অধিকার; বিশেষভাবে সন্তান জন্মদানের ভূমিকা নিরাপদকরণে ও সন্তান ধারণকালে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে এ অবস্থার প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার অধিকার

নিশ্চিত করতে হবে যা নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য ক্ষতিকর। মহিলাদেরকে তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (sexual and reproductive health) নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিতে হবে, যাতে তারা বৈষম্য ও দমনমূলক আচরণ থেকে মুক্তি পায়। তাদেরকে যৌন ও জননস্বাস্থ্য যত্ন এবং নিরাপদ প্রসব বিষয়ক প্রকৌশলাদি সম্পর্কিত তথ্যে প্রবেশাধিকার দিতে হবে।

৯.৪ মহিলাদেরকে পারিবারিক ও পিতৃতান্ত্রিক শাসনের পরিধিতে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার অধিকার সংবলিত কয়েকটি আইনগত ব্যবস্থা রয়েছে। সর্বসাধারণের জন্যে নির্ধারিত আইনসমূহে রক্ষিত অধিকারাদি তাদের ক্ষেত্রে খুব কমই কার্যকরী করা হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে মহিলাদের পূর্ণ ও সমানভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বীকৃতিমূলক বন্দোবস্ত গ্রহণ করতে হবে। এই স্বীকৃত কাজের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর বিভিন্ন সংস্থায় এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি অধিকতর হারে বাড়াতে হবে। এই প্রক্রিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও জমির মালিকানার ক্ষেত্রেও কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে হবে। মহিলাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্যেও তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

শিশু ঃ

১০.১ মহিলাদের মত শিশুদের উপরও বিভিন্ন ধরনের ও প্রকৃতির নির্যাতন লক্ষ্য করা যায়। এসবের মধ্যে সবচাইতে ব্যাপক আকারে যে অত্যাচার ও নির্যাতন শিশুদের উপর করা হয় তার মধ্যে রয়েছে শিশুশ্রম, যৌনপীড়ন, অশ্লীল শিশুচিত্র প্রকাশ, শিশু পাচার ও বিক্রয় এবং অমানবিক পেশায় নিয়োগ, বেশ্যাবৃত্তি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয়, মাদকদ্রব্য পাচার ও বিক্রয়ে

বাধ্যকরণ, পরিবারের মধ্যে শিশুদের উপর দৈহিক, মানসিক ও যৌন অত্যাচার, এইডস/এইচ.আই.ভি আক্রান্ত শিশুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, জবরদস্তির মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ, যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে পরিবারের সদস্যদের সাথে বা নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্থানান্তরণ, বৈষম্য এবং পরিবেশের অবনতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে। ক্রমবর্ধমান হারে এশিয়ার শহরগুলোর পথে পথে অজস্র শিশু মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এরা নিজেদের পরিবার এবং সমাজের কাছ থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমর্থন লাভ থেকেও হচ্ছে বঞ্চিত।

১০.২ শিশুদের অবস্থাকে ক্রমাগত বিপন্ন করে তোলার পেছনে ব্যাপকভাবে দায়ী দুঃসহ দারিদ্র্য, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও সুযোগের অভাব এবং বিশেষভাবে গ্রামীণ সমাজে এদের স্থানচ্যুতি, যার ফলে এদের সংখ্যা দ্রুত বেড়েই চলেছে। সুদীর্ঘকালীন শিশু নির্যাতনের অপব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠিত শোষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও অনাচার – যেমন ক্রীতদাসত্ব বা ভিক্ষাবৃত্তিতে শিশুদের ব্যবহার বা যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্য শিশুদের ব্যবহার করা ইত্যাদি অবাধভাবে চলছে। এশিয়ার কিছু কিছু দেশে আবার পিতৃতান্ত্রিক বিকৃত মানসিকতার ফলে নবজাতক কন্যা সন্তান হত্যা বা তাদের জননেন্দ্রিয় ছেদনের (genital mutilation) মত পাশবিক কাজগুলো এখনো ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে।

১০.৩ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। জীবনধারণের জন্যে এদেরকে সামান্যতম উপায় বা আশ্রয় দানেও রাষ্ট্রগুলো ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এশিয়ার সকল রাষ্ট্রসমূহকে 'শিশু অধিকার কনভেনশন' অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানাই। তৎসঙ্গে সকল সম্প্রদায়কেও শিশু অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো তদারকি করার দায়িত্ব নেবারও আহ্বান জানাচ্ছি। জাতিসংঘও যেন তাদের নিজ নিজ সামাজিক প্রেক্ষাপটে কনভেনশনকে

যথাযোগ্যভাবে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করে তারজন্য আবেদন জানাই।

ভিন্নার্থে যোগ্য ব্যক্তিবর্গ ঃ

১১.১ ঐতিহ্যগতভাবেই এশিয়ার সমাজ দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীনদের যত্ন নিয়ে থাকে। আমাদের যৌথ মূল্যবোধ এবং এর কাঠামো নতুন ধরনের অর্থনৈতিক সংস্থার নবায়িত বিন্যাসের চাপে বর্তমানে উপরে বর্ণিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম সহিষ্ণু। এই ধরনের ব্যক্তিবর্গ শিক্ষালাভে প্রবেশাধিকার, কর্মসংস্থান বা বাসস্থান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রচুর বৈষম্যের শিকার। এদের বিরুদ্ধে কুসংস্কারগ্রস্থতা ও এদের বিশেষ দাবীর প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেবার ও প্রতিবিধানের অভাবে এসব ব্যক্তি মানবাধিকারের অনেক সুযোগ-সুবিধাই ভোগ করতে পারছে না। তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগ্যতাগুলোর জন্য তারা যথাযোগ্য স্বীকৃতিও পাচ্ছে না এবং এসব ব্যক্তিদের নিম্নমানের এমনসব কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে যেখানে বেতন কম এবং পদোন্নতির সম্ভাবনা একেবারেই অল্প। অথচ তাদের অধিকার রয়েছে এমন সব বিশেষ ব্যবস্থার জন্য যা তাদের নিরাপদ, সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সহায়ক হবে। এসব মানুষদের এমন সুযোগ দিতে হবে যাতে তাদের সামগ্রিক সম্ভাবনাসমূহ ও সৃজনশীলতার বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভবপর হয়।

১১.২ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো যে বেদনাদায়ক অবস্থায় এইচ.আই.ভি অথবা এইডস-এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি মাঝে মধ্যে যে অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করে তা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এসব ব্যক্তিদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্মানজনক আচরণ কত প্রয়োজনীয়। এরাই বৈষম্যের চরম শিকার। যে সভ্য সমাজ মানবাধিকারসমূহকে

সম্মান করে তাদেরকে এসব মানুষদের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার এবং মৃত্যুবরণ করার অধিকারকে স্বীকার করতে হবে। তা'হলেই এসব হতভাগ্যদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে এবং এরা কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, বৈষম্য এবং নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাবে।

শ্রমিক সমাজ ঃ

১২.১ এশিয়ার সমাজের দ্রুত শিল্পায়ন এখানকার মানুষের ঐতিহ্যগতভাবে জীবন ধারণ উপযোগী অর্থনৈতিক উপায়গুলো তাদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছে এবং গ্রামীণ জনসাধারণের এক বিরাট অংশের জীবিকার সম্ভাবনাসমূহকে ধ্বংস করেছে। এখন তারা এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী বর্ধিতহারে মজুরীর জন্য খাটছে। প্রায় সবাই এখন শিল্পকারখানায় এক বিপদজনক পরিস্থিতির মধ্যে শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছে। ন্যায্যতা বিবর্জিত শ্রম আইনগুলোর কারণে বেশীরভাগ শ্রমিকের ভাগ্যে জুটছে খুবই সামান্য নিরাপত্তা অথবা মোটেও জুটছে না। এদের অনেকেই ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে সমবেতভাবে অধিকার আদায়ের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এদের মজুরী খুবই অপ্রতুল এবং শ্রমদানের শর্তসমূহ প্রায়শই কঠোর এবং বিপদজনক। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এশিয়ার শ্রমিকদের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে চলেছে, কারণ এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ উৎপাদন খরচ হ্রাস করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া চলছে বিদেশী ব্যবসা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থাগুলোর ষড়যন্ত্রের সাথে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে।

১২.২ সমগ্র পেশাভিত্তিক শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ছিন্নমূল ভ্রমণশীল শ্রমিকগোষ্ঠী বিশেষভাবে বিপন্ন একটি শ্রেণী। পরিবার-পরিজন বিচ্যুত এসব শ্রমিক ভিন্ন রাষ্ট্রে কাজ করতে গিয়ে বিবিধ শোষণের শিকার হয়। ঐসব দেশের

আইন-কানুন তারা বুঝতে পারে না এবং কোনরকম সহায়তা চাইতেও তারা ভয় পায়। স্থানীয় শ্রমিকেরা যে সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করে সেসব অধিকার ও শর্তসমূহ এদের ক্ষেত্রে প্রায়শই স্বীকৃত হয় না। তারা প্রয়োজনীয় বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা বা আইনগত সহায়তার সুযোগ বঞ্চিত হয়েও অবিচলিতভাবে কাজ করে যায়। প্রবাসে কর্মরত এইসব শ্রমিকেরা জাতিগত বৈষম্যমূলক আচরণ ও বিদেশী বিবেচনায় আন্তরিক আচরণের পরিবর্তে সন্দেহের শিকার হয়। এমনকি পারিবারিক পরিচারিকারাও মানহানিকর অবস্থায় পড়ে, এমনকি কোন কোন সময়ে যৌন শিকারেও পরিণত হয়।

শিক্ষার্থী সম্প্রদায় ঃ

১২.৩ এশিয়ার ছাত্রসমাজ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং গণতন্ত্র ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে যুদ্ধও করেছে। সমাজ পরিবর্তনে নিবেদিতপ্রাণ এইসব সাহসী শিক্ষার্থীদেরকে প্রায়ই রাষ্ট্রীয় নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহ দমন ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণে এবং অবদমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরাই ছিল প্রধান অভীষ্ট। অবাধ শিক্ষা গ্রহণের অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা ও অনুষঙ্গী নির্বাচনের অধিকারকে প্রায়শই অস্বীকার করা হয়।

কয়েদী ও রাজবন্দী ঃ

১৪.১ কয়েদী ও রাজবন্দীসহ কিছু ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিয়ম-নীতির যে চরম লঙ্ঘন সংঘটিত হয় তা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

১৪.২ বিধি বহির্ভূত স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তার, হাজতবাস বা কারারুদ্ধকরণ, নির্যাতনমূলক আচরণ, শারীরিক অত্যাচার, অমানবিক ও নির্মম শাস্তি

প্রভৃতি এশিয়ার বহু অঞ্চলেরই সাধারণ ঘটনা। হাজতবাসী বা কয়েদীদের অহরহ অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে থাকতে বাধ্য করা হয়, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও আত্মীয় পরিজনের সাথে যোগাযোগ করা এবং আইন সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ গ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়। বিভিন্ন ধরনের কয়েদীদের প্রায়ই একই কক্ষে রাখা হয়; এমনকি পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের পাশাপাশি রাখা হয়। কারা কক্ষগুলোতে সাধারণতঃ স্থান সংকুলান হয় না। কারা হেফাজতে রক্ষিত কয়েদীদের মৃত্যু সাধারণ ঘটনা। কয়েদীদের প্রায়ই আইনের সাহায্য পাবার সুযোগ নিতে দেয়া হয় না এবং তাদের ন্যায্য ও দ্রুত বিচার প্রাপ্তির অধিকার অস্বীকার করা হয়।

১৪.৩ নির্বাহী ক্ষমতার বলে এশিয়ার সরকারসমূহ প্রায়ই বিচার কাজ সমাধা না করে অভিযুক্তকে আটক করে রাখে। সরকার রাজনৈতিক বিরুদ্ধপক্ষদের জাতীয় নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে এবং বন্দী করে রাখে। এটা লক্ষণীয় যে, এশিয়ার অনেক দেশের সরকারই সাধারণ মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা ও সাংগঠনিক স্বাধীনতাকে প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে।

অধিকারসমূহের আশু বাস্তবায়ন ঃ

১৫.১ এশিয়ার অনেক দেশের সংবিধানে মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের দলিলসমূহ বা সনদ অনুমোদনও করেছে। তবে এইসব সনদে বর্ণিত অধিকারসমূহ এবং শোচনীয় বাস্তবতার মধ্যে বিরাজ করছে বিস্তর ব্যবধান, কারণ বাস্তবে নানাভাবে মানুষের অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে। এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহকে অবশ্যই তাদের নাগরিক ও বাসিন্দাদের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে আশু কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি বা প্রণালীসমূহ ঃ

১৫.২ আমরা বিশ্বাস করি যে, অধিকার সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো নিম্নবর্ণিত মূল উপাদানের ভিত্তিতে স্থির করা উচিত।

১৫.২ক মানবাধিকারসমূহ রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর দ্বারা লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানবাধিকার রক্ষার ও সংরক্ষণের জন্য আইনগত পদ্ধতিগুলোকে এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে প্রসারিত করতে হবে। এই গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের সংশোধন করাও অত্যন্ত জরুরী এবং এটা করা যেতে পারে এদের নৈতিক ভিত্তি এবং মূল্যবোধ সুদৃঢ় করে এবং বিপদগ্রস্ত ও অত্যাচারিত মানুষদের প্রতি এদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারবার তাদের দায়িত্বের বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়ে অথবা প্রতিনিয়ত তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তিরস্কার করে।

১৫.২খ মানুষের অধিকারসমূহের উন্নতি, বর্ধন ও তা কার্যকরীকরণের দায়িত্ব সমাজের সকল গোষ্ঠী ও শ্রেণী সবার। যদিও এর প্রাথমিক ও মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অনেক অধিকারের মধ্যে বিশেষ করে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করার ব্যাপারে সরকার সমূহের ইতিবাচক ও সময়োপযোগী (proactive) ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি, অধিকারের মান নির্ণয় এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের দ্বারা অধিকারসমূহ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থা (NGOs) সমূহের স্পষ্ট এবং বৈধ ভূমিকা রয়েছে। আইনজীবী ও চিকিৎসকদের মত অন্যান্য পেশাজীবী সম্প্রদায়ের লোকদেরও নিজ নিজ কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ কিছু সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে যার মাধ্যমে তারা মানবাধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের ক্ষেত্রে সামাজিক

প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারেন।

১৫.২গ সামাজিক শত্রুতা ও বিবদমান পরিস্থিতিতে যেহেতু মানুষের অধিকারসমূহ মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হয় এবং সমাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে মানুষের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়, সে কারণে রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংস্থার দায়িত্ব হলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামাজিক ও জাতিগত (ethnic) সংঘাতের বা সহিংসতার সমাধান করা। সেসাথে প্রয়োজন সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি উন্নয়নে ভূমিকা গ্রহণ করা। উক্ত সহিংসতার সমাধানকল্পে কোন রাষ্ট্রকে অন্য কোন রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলে চলবে না বরং তাদের মত বিরোধের বিষয়গুলোকে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে হবে।

১৫.২ঘ গণতান্ত্রিক ও সকল পক্ষের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে অধিকারাদি বিস্তৃত হয় এবং সে কারণেই রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংস্থার দায়িত্ব হলো এসব গ্রহণযোগ্য প্রথা বা পদ্ধতিকে তাদের বিভিন্ন কর্মে এবং আচরণে প্রয়োগ করা।

১৫.২ঙ এশিয়ার অনেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সীমাবদ্ধকর বাঁধা ও নিবর্তনমূলক সামাজিক রীতি ও প্রথার কারণে, বিশেষ করে গোত্র, লিঙ্গ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রচলিত প্রথার কারণে তাদের অধিকারসমূহ ভোগ করতে অসমর্থ হয়। অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনে তাই এসব রীতি বা প্রচলিত প্রথাসমূহের আশু সংস্কার সাধন করা উচিত। এসব সংশোধিত সংস্কারসমূহ বলিষ্ঠ ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৫.২চ মানবাধিকার বা স্বাধীনতার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্যে, অধিকারসমূহকে নিরাপদ রাখার জন্যে এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলোতে

এর সঠিক সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন নিরীক্ষণের লক্ষ্যে একটি সংবেদনশীল ও বলিষ্ঠ সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণ অত্যন্ত জরুরী। একটি সুশীল সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এর সাবলীল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বাক্‌স্বাধীনতা ও সাংগঠনিক স্বাধীনতার একান্ত প্রয়োজন।

১৫.২ছ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর শোষণ প্রক্রিয়াসমূহ দমন করা প্রয়োজন এবং সেসাথে এটাও নিশ্চিত করা উচিত যে, ওরা যেন শ্রমিক, ভোক্তা এবং জনসাধারণের অধিকারসমূহ লঙ্ঘন না করে।

অধিকারসমূহের কাঠামো দৃঢ়ীকরণ ঃ

১৫.৩ক অধিকারসমূহের আইনগত কাঠামো নিরাপদ ও নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সকল রাষ্ট্রকে তাদের সংবিধানসমূহে এসব অধিকারসমূহ সংযোজনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং সংসদীয় সংশোধনের নামে এসব অধিকার যাতে পরবর্তীতে ধ্বসে না পড়ে তার জন্যে সাংবিধানিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাদেরকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সনদ ও দলিলসমূহকেও অনুমোদন করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুকরণীয় মানের নিরিখে তাদেরকে প্রণীত আইনসমূহ এবং প্রশাসনিক পদ্ধতিসমূহের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হবে সে সমস্ত প্রথা বা ব্যবস্থাগুলোকে বাতিল করা যা বিরোধমূলক; বিশেষ করে সেই সমস্ত বিধান যেগুলো ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছিল।

১৫.৩খ সাধারণ জনগণ, রাষ্ট্র এবং সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে অধিকারসমূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা দিতে হবে এবং সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অধিকারগুলো সম্পর্কে

সকল মহলের জনগণের মধ্যে সচেতনতা জাগাতে হবে। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে আইনগত ও প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলোকে পরিচিত করতে পারলে ক্ষমতার অপব্যবহারকে প্রতিরোধ করা সক্ষম হবে। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অধিকার এবং এসবের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিচিত হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এরফলে তারা অধিকারসমূহের প্রয়োগ প্রক্রিয়া তদারকি করতে এবং মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে। অধিকার সংরক্ষণের প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহকে জাতীয়ভাবে এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। সরকারসমূহ, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানবাধিকারের অন্তর্গত বিষয়বস্তু এবং এগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্যাদি পরিবেশনে সহযোগিতা করা উচিত।

১৫.৩গ হাজতে থাকাকালে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে নিয়োজিত বাহিনী সমূহের অন্যান্য প্রক্রিয়াতেও লঙ্ঘিত হচ্ছে এসব মানবাধিকার। অনেক সময় এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে কারণ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় নিয়োজিত বাহিনীর জন্যে অনুমোদিত ক্ষমতাসীমা অবজ্ঞা করার কারণে, আবার এটাও তারা অনুধাবন করতে ব্যর্থ যে তারা আইন বহির্ভূত নির্দেশ পালন করছে। পুলিশ, কারাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকারের আদর্শ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের কার্যকরী ব্যবস্থা বা পদ্ধতি ঃ

১৫.৪ক বিচার বিভাগ অধিকার সংরক্ষণের একটি প্রধান মাধ্যম। অধিকার

লঙ্ঘনের অভিযোগ গ্রহণ, সাক্ষীদের শুনানী গ্রহণ এবং লঙ্ঘনকারীদের শাস্তিদানসহ এই বিভাগ মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবিধান নিশ্চিত করতে পারে। যদি বিচার ব্যবস্থা দৃঢ় এবং সুসংগঠিত থাকে তা'হলে একমাত্র বিচার বিভাগই এই ভূমিকা পালন করতে পারে। বিচার বিভাগের সদস্যদের হতে হবে যোগ্য, অভিজ্ঞ এবং তাঁদের থাকতে হবে মানবাধিকার, মর্যাদা এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি আত্মনিবেদিত। তাঁদের নিয়োগ ক্ষমতা বিচার বিভাগীয় কর্ম কমিশনের উপর ন্যস্ত করে এবং কার্যকাল (tenure) দেশের গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে নিরাপদ রেখে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নকারী সংস্থা (legislature) এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে। বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলোকে বিভিন্ন ধর্ম, অঞ্চল, লিঙ্গ ও সামাজিক শ্রেণীসমূহের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের নিরপেক্ষ প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এর অর্থ হলো যে, বিচার বিভাগীয় এবং তদন্ত সম্পর্কিত ব্যবস্থাদিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মহিলা, অধিকতর অধিকার বঞ্চিত মানব সম্প্রদায় এবং অধিক সংখ্যক সমাজের পতিত মানুষদের পঙ্কিল অবস্থান থেকে সুচিন্তিত রাষ্ট্রীয় প্রতিকারের মাধ্যমে টেনে তুলতে হবে বৈধ অবস্থানে। কেবলমাত্র এই ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই দুর্বলতর সম্প্রদায়ের আস্থা লাভ করা সম্ভব হবে, যাদের মানবাধিকার এশিয়ার ঐতিহ্যানুসারী সমাজে স্বভাবতঃই অগ্রাহ্য করা হয়।

১৫.৪খ আইনজীবীদের হতে হবে স্বাধীন বৃত্তিধারী। নিজ অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে যাদের আইনজ্ঞদের সহায়তা লাভের আর্থিক ক্ষমতা নেই বা যাদের বিচারালয়ে যাওয়ার অধিকার বিঘ্নিত হয়, তাদেরকে আইনগত সহায়তা দান করতে হবে। যে সমস্ত বিধি-বিধান অযৌক্তিকভাবে বিচারালয়ে প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করে, সেসব বিধানের সংস্কার করে এই অধিকারকে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করতে হবে। সামাজিক ও কল্যাণমূলক

সংস্থাগুলোকে সেই সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষাবলম্বনের অনুমতি প্রদান করতে হবে যারা বিচার লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

১৫.৪গ মানবাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে, বিশেষ করে সমাজের বিপন্ন মানুষদের জন্যে সকল রাষ্ট্রে মানবাধিকার কমিশন ও বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে সুবিচার প্রাপ্তির সুযোগ এসব সংস্থাই সহজ, অনুকূল এবং সুলভ উপায়ে নিশ্চিত করতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠান বিচার বিভাগের পরিপূরক ভূমিকাও পালন করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে; মানবাধিকারের নমুনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর মান নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে, মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রচার করতে পারে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগসমূহ তদন্ত করতে পারে, এমনকি অশান্ত পরিস্থিতি শান্ত এবং সংঘর্ষ বা বিবাদের মীমাংসা করাও এদের দ্বারা সম্ভব হয়। তাছাড়া প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগের সহায়তায় তারা মানবাধিকার প্রয়োগ করতেও সহায়ক। তারা নিজ উদ্যোগ বা জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাজ করে থাকে।

১৫.৪ঘ গণ আদালতের মত বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সুশীল সমাজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে এবং এসব বিচার সরকার ও জনসাধারণের বিবেক স্পর্শ করে। এসব গণ আদালতের প্রতিষ্ঠা জোরালোভাবে প্রকাশ করে যে, অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব ব্যাপক এবং মানুষের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত থাকে না। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব সংস্থা কেবলমাত্র আইনের বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, পর্যায়ক্রমে মানবাধিকারের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিসমূহকেও উন্মোচন করে।

অধিকার সংরক্ষণে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

১৬.১ মানবাধিকার সংরক্ষণের কাজ স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক তথা সকল স্তরে চালিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি স্তরের সংগঠনসমূহের রয়েছে বিশেষ সুবিধা ও দক্ষতা। অধিকার সংরক্ষণের প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্র সমূহের এবং সে কারণেই এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় যোগ্যতা বর্ধনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৬.২ এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহকে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থাগুলোকে অধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কাজে লাগাতে হবে। জাতীয় এবং আঞ্চলিক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় গড়ে তুলতে হবে আন্তঃরাষ্ট্র মানবাধিকার কনভেনশন এবং আঞ্চলিক ফোরামগুলোর মাধ্যমে এই কাজ করতে হবে। কনভেনশনকে এশিয়ার বাস্তবতাকে বিবেচনায় আনতে, বিশেষ করে মানবাধিকার ভোগ করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে এরূপ বাঁধাগুলো দূর করতে হবে। একই সাথে এগুলোকে আন্তর্জাতিক আদর্শ ও মানের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলো ছাড়াও দল বা যৌথ প্রতিষ্ঠানসমূহ (corporation) দ্বারা লংঘিত অধিকারসমূহের বিষয়েও সচেতন হতে হবে। কনভেনশনকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন কমিশন বা আদালত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই কমিশন বা আদালতে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রবেশাধিকার অবশ্যই উন্মুক্ত রাখতে হবে।

এশিয়ার মানবাধিকার সনদ জনগণের সনদ। মানবাধিকার বিষয়ে এশিয়ার জননন্দিত সংস্কৃতি সৃষ্টি প্রয়াসের এটি একটি অংশ। এই সনদ প্রণয়নের প্রেক্ষিতে তিন বছরের আলোচনায় এবং বিতর্কে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। উপরন্তু দুইশত এরও অধিক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা (NGOs) খসড়া প্রণয়নে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্য অনেক উন্নয়ন সংস্থা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান (POs) এই সনদটি অনুমোদন করেছেন। এই সনদের অনেক খসড়া এবং অনুবাদসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রিকায় এবং এনজিও নিউজলেটারে প্রকাশিত হয়েছে। সনদের চূড়ান্ত রূপায়ণটি প্রণয়ন করেন প্রফেসর ইয়াশ ঘাই। একটি কমিটির নির্দেশনায় এই কাজ সমাপ্ত হয়। কমিটিতে ছিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা আইয়ার, বিচারপতি পি. এন. ভগবতী, প্রফেসর কিনহাইড মুশাকজি, মার্সেডেজ ভি. কনট্রিরাস, লুর্দেজ ইন্দাই সাজোর এবং এশিয়ার মানবাধিকার কমিশনের (এএইচআরসি) পক্ষ থেকে ব্যাসিল ফার্ণান্দো, মার্ক ডালি এবং সঞ্জীওয়া লিয়ানেজ। এই সনদটি মানবাধিকার সম্পর্কিত এশিয়ার বিতর্ক গভীরতর করার জন্যে, মানবাধিকার সম্বন্ধে জনগণের সেই সমস্ত মতামত উপস্থাপন করার জন্যে, যা কিছু সংখ্যক এশীয় নেতাদের মতামতের বিরোধী, কারণ তাঁরা মনে করেন মানবাধিকার বিষয়টি এশিয়ার স্বভাব বহির্ভূত এবং এই অঞ্চলের দেশসমূহে মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আইনগত সংস্কারাদি উন্নত করণের জন্যে এই সনদ উপস্থাপন করা যাচ্ছে। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সরোবর থেকে উপাদান গ্রহণের কালে এই সনদ হাজার বছরের কুসংস্কার, বৈষম্য, অসমতা এবং হিংস্রতা দিয়ে কলুষিত এই সব জলাধারকে ক্লেদমুক্ত করার প্রয়োজনের দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

Asian Human Rights Commission
Asian Legal Resource Centre
19/F., Go-Up Commercial Building,
998 Canton Road, Mongkok, Kln. Hong Kong.
Tel: +(852) 2698-6339 Fax: +(852) 2698-6367
E-mail: ahrchk@ahrchk.org
Internet: http://www.hk.super.net/~ahrchk